“আল কায়েদা উপমহাদেশ” এর নায়েবে আমির উস্তাদ আহমদ ফারুক(রাহিমাহুল্লাহ) এবং মজলিসে শুরার রোকন, আফগানিস্তান বিষয়ক জিম্মাদার কারী ইমরান(রাহিমাহুল্লাহ) ও অন্যান্য মুজাহিদ ভাইদের শাহাদাত বরণ উপলক্ষে বিবৃতিঃ-

সত্যের পথে মৃত্যুর এই অদম্য বাসনা, আমাদেরকে থামতে দেয় না’

“আল-কায়েদা উপমহাদেশ” এর মুখপাত্র

‘উস্তাদ উসামা মাহমুদ’(হাঃ) এর বার্তাঃ

আন-নাসর মিডিয়া পরিবেশিত

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবীগণের(রাঃ) উপর।

আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত এরশাদ করেনঃ

আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

"যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় কিতাল(যুদ্ধ) করে। আর যারা কাফির তারা ত্বগুতের রাস্তায় যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে কিতাল(যুদ্ধ) কর। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল অত্যন্ত দূর্বল।"(সূরা নিসা-৭৬)

আমার প্রিয় মুসলমান ভাই !

হক-বাতিল, আল্লাহ তা'য়ালার গোলাম ও শয়তানের পুজারীদের মাঝে পৃথিবীর শুরু থেকেই যুদ্ধ চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলতে থাকবে। ঐসমস্ত লোকদের জন্যে সৌভাগ্য যারা এই যুদ্ধে শয়তানের বাহিনীর সাথে লড়াই করে। আল্লাহ তা'য়ালার দীনকে সাহায্য করতে গিয়ে মারা যায়, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ [169] فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ [170] يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِين [171]

"যারা আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, তারা রবের নিকট রিযিক প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা(শহীদ হয়ে) এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে, এইজন্য যে,(কিয়ামতের দিন) তাদের কোন ভয়

নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। (সূরা আলে ইমরান-১৬৯-১৭১)

এমনই কতিপয় সৌভাগ্যবানের শাহাদাতের সুসংবাদ আমার প্রিয় উম্মতকে দেওয়ার জন্য আজকে আপনাদেরকে সম্বোধন করছি। এই সকল সৌভাগ্যবান শহীদ কয়েক দিনের এই দুনিয়া অর্জনের জন্য বের হননি। দুনিয়ার ক্ষমতা, পদ অথবা অর্থ উপার্জনের লালসা তাদেরকে অস্ত্র ধারনে বাধ্য করেনি। তারা আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম বাস্তবায়নে জিহাদের ময়দানে ছুটেছেন। তারা ঐ আলোর পথে নিজ-দুনিয়া আরাম আয়েশ আল্লাহ তা'য়ালার দীনের জন্য ও প্রিয় উম্মতের শান্তির জন্য কুরবান করে দিয়েছেন। **নিঃসন্দেহে তারা যা করেছেন আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ন করেছেন।** তবে, এ সকল মহান ব্যক্তিগন, তাদের শাহাদাতের আলোচনা, ঐসকল ঘটনায় ঘটে যাওয়া বিজয় এবং সাহয্যের সুসংবাদ দেওয়ার পূর্বে আমি জরুরী মনে করছি যে, হক-বাতিলের মাঝে বিশ্বব্যাপি চলমান লড়াইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা উত্তর ওয়াজিরিস্তানের প্রকৃত অবস্থা আপনাদেরকে অবহিত করি।

জালিম সেনাবাহিনী এবং কুটকৌশলী সরকার মিডিয়ার প্রতারনার মাধ্যমে এই অপরেশনের চিত্র যেমন ইচ্ছা পরিবেশন করুক। বাস্তবতা হল, ইহা মূলতঃ আমেরিকারই অপারেশন। এখানে শুধু আমেরিকার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা পূরন করার চেষ্টা অব্যহত রয়েছে। আমেরিকা যে কার্যক্রম আফগানিস্তানে ১৩ বৎসর যাবৎ চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে সমাধান স্বরূপ পাকিস্তানে তাদেরই গোলাম শাসকদের মাধ্যমে সেটা করার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে তাদের লক্ষ্য হচ্ছেঃ জিহাদের দূর্গকে ভেঙ্গে দেয়া, জুলুমবাজ আমেরিকার কুফরি শাসনের পথে প্রতিবন্দকতা দূর করা, উম্মতের মুহসিন, মুহাজির ও আনসারদেরকে খতম করা এবং "ইমারাতে ইসলামী আফগানিস্তান" প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দেওয়া।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও সরকার এই বাস্তবতার উপর পর্দা ঢেলে বলছে বেড়াচ্ছে যে, এই অপারেশনে আমেরিকা শুধু তত্বাবধান করছে। আমেরিকার নেতৃত্বে ও তার বাহীনির সাথে যৌথ ভাবে অংশিদার। এ সকল অপারেশনে প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত পাকঃবাহিনী জনবসতিপূর্ন এলাকাগুলোতে বোম্বিং করে হাজারো নিরপরাধ শিশু, নারী, বৃদ্ধদেরকে শহীদ করেছে। ওয়াজিরিস্তানের গ্রামগুলো ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে। কিন্তু এই পুরা অপারেশনে যত মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন এর দুই শতাংশও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে শহীদ হননি। পাকিস্তানী বাহিনী মুজাহিদদনের মুখোমুখী হওয়া লাগে না বরং মুজাহিদগণ প্রায় সকলেই আমেরিকার ড্রোন ও আমেরিকার জেট বিমানের বোম্বিংয়ে শহীদ হয়েছেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাজ হচ্ছে আমেরিকার পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা, বাঙ্কার ও খন্দকে বসে এলাকা অবরোধ করে রাখা, কামান ও জেট বিমান দিয়ে জনসাধারনকে টার্গেট করা, এর মাধ্যমে এলাকা খালি করা এগুলোই তাদের অন্যতম কাজ। যাতে করে আমেরিকার লক্ষ্য খুজে বের করা সহজ হয় এবং তারা ড্রোন ও জেট বিমান দিয়ে টার্গেট করতে পারে। যখন মুজাহিদগন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা করতে অগ্রসর হন তখন এর জওয়াবে সেনাবাহিনী তাদের চৌকি থেকে বের হয়ে মুকাবেলা করে না। বরং তখন আমেরিকার জেট বিমান মাথার উপর পৌছে যায়।

এরপর আমেরিকান বোম্বিং মুজাহিদিনদেরকে টার্গেট করে। ডোগা, ইসমাইল খিল, শাওয়াল নামক এলাকাগুলোতে এ ঘটনা বহুবার ঘটেছে।

দ্বিতীয় কথা যা সেনাবাহিনী গোপন করছে সেটা হল, সেই হামলায় প্রথমতঃ আল কায়েদার মুজাহিদগনকে টার্গেট করা হয়ে থাকে। তালেবান মুজহিদ ভাইদেরও ক্ষতি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের শহীদগনকে কবুল করে নিন এবং আহতদেরকে আরোগ্য করে দিন। আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সকল অনিষ্ট থেকে হিফাজত করুন(আমীন)। তবে, এই অপারেশনে আল-কায়েদার কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দ ও অনেক মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন। এই অপারেশনে আল- কায়েদা উপমহাদেশের মুজাহিদগনকেও বিশেষ টার্গেট করেছে। উত্তর ওয়াজিরিস্তান এর বিগত ১১টি ড্রোন হামলার ১০ টিই আল-কায়েদা উপমহাদেশের মুজাহিদগনের উপর হয়েছে। ঐ হামলায় আল-কায়েদার উপমহাদেশের কমবেশী ৫০ জন মুজাহিদ ও সমান সংখ্যক আনসারও শহীদ হয়েছেন। হামলার এই ধারাবাহিকতায় ১৫ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৫ই জানুয়ারী লাওয়াড়া, উত্তর ওয়াজিরিস্তান এলাকায় আমেরিকান ড্রোন হামলায় আল-কায়েদার উপমহাদেশের শুরার রোকন, আফগানিস্তান বিষয়ক জিম্মাদার, মুহাজির মুজাহিদ আলেমে দ্বীন, সামরিক প্রশিক্ষক, সিনিয়র উস্তাজ ও মুরব্বি, আমাদের প্রিয় নেতা ও পথপ্রদর্শক কারী ইমরান(রাহিমাহুল্লাহ) ৬ সাথীসহ শাহাদাতের মর্তবা অর্জন করেছেন। এরপর ২৫শে রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৫ই জানুয়ারী উত্তর ওয়াজিরিস্তানের শাদেল এলাকায় আল কায়েদার উপমহাদেশের নায়েবে আমির, দাওয়া বিভাগের জিম্মাদার, আমার প্রিয় ভাই, ও দোস্ত, আমার ঈমানী সাথী, জিহাদী সফরের সাথী, আমাদের উস্তাদ ও মুরব্বি, মুহাক্কিক আলীম, জিহাদের দায়ী, আবেদ, জাহেদ, বুযুর্গ ও মুজাহিদ এবং মুহাজির উস্তাদ আহমদ ফারুক(রাহিমাহুল্লাহ) আড়াই মাস যাবত আমেরিকা, পাকিস্তানী বাহিনী এবং আফগান বাহিনী কর্তৃক ভূমি ও আকাশ অবরোধে কাটানোর পর আমেরিকান ড্রোন হামলায় শহীদ হয়েছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন।

মূলতানের **কারী ইমরান**(রাহিমাহুল্লাহ)এর প্রকৃত নাম হচ্ছে **"কারী উবায়দুল্লাহ"**, যিনি মূলতানের খাইরুল মাদারেস থেকে **"উলুমুশ শরিয়াহ"** বিষয়ে ডিগ্রি নিয়েছেন। খুবই ভাল হাফেজ ও সুমধুর কন্ঠের এই ক্বারী বিশ বৎসর যাবৎ শাহাদাতের সন্ধানে বিভিন্ন রণাঙ্গনে ছুটে বেড়ান। কাশ্মির, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, অতঃপর পাকিস্তানে যুলুম ও কুফরের বিরুদ্ধে এবং শরিয়ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদের ময়দানে সাহসিকতার সাথে লড়াই করে আসছেন। জিহাদে সহযোগিতার অপরাধে বিশেষত আল-কায়েদার আমির ও শাইখদের সহযোগিতার কারনে চার বৎসর পাকিস্তানী এজেন্সিদের কাছে বন্দি ছিলেন। পাকিস্তানী নির্যাতন সেলে আমেরিকার সৈনিক কর্তৃক সীমাহীন নির্যাতন ও কষ্ট দেওয়া হয়। তিনি সকল যন্ত্রনা মুসিবত সহ্য করেছেন, কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে কোন আপোষ করেননি। আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার সওদা করেন নি। হক কথা বলা, হকের উপর আমল করা, হকের নুসরতের ফরজ দায়িত্ব পালনে কোন ছাড় দেননি, বরং বন্দিশালা থেকে মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথেই মুহাজির হয়ে জিহাদের ময়দানে পাড়ি দেন। এবং "জামা'ত আল-কায়েদা" সংশ্লিষ্ট সামষ্টিক নেতৃত্ব কাঁধে নিয়েছেন।

আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের জিহাদে পূর্ণ সশরীরে অংশগ্রহন করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ পাক তাঁকে আমেরিকার সেনাঘাটি ও আমেরিকার তাবেদার পাকিস্তানি বাহিনী উভয়ের বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনা করার তৌফিক দিয়েছেন। তিনি তার নেতৃত্বে আফগানিস্তানের ভিতরে আমেরিকার বিরুদ্ধে সফল ফিদায়ী হামলা পরিচালনা করেছেন। ঐসব কার্যক্রমে তিনি নিজেও শরীক থেকেছেন। মৃত্যুকে মৃত্যুর উপত্যাকায় তালাশ করতেন। গুলি ও গুলির বৃষ্টিতে প্রবেশ করে শত্রুর দিকে সাহসিকতার সাথে অগ্রসর হয়ে মুজাহিদদেরকে কমান্ড দিতেন।

আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানী বাহিনী ও এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে তিনি আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমে কয়েকটি সফল অপারেশন চালিয়েছেন। "আল-কায়েদা উপমহাদেশের" প্রতিষ্ঠার সুযোগে তিনি তার বাহিনী নিয়ে আল-কায়েদার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমির মুহতারাম মাওঃ আসেম উমর(হাফিজাহুল্লাহ)এর হাতে বায়আত দিয়েছেন। আল-কায়েদা উপমহাদেশের অধীনে তাকে আফগানিস্তান জিহাদ বিষয়ক জিম্মাদারী দেওয়া হয়।

গ্রীষ্ম মৌসুমের শুরুতে তিনি আফগানিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় জিহাদী জামাত তৈরী করে তাশকিলে পাঠিয়েছিলেন। যারা সেখানে জিহাদে রত ছিলেন। ২০১৫ইং-জুন থেকে শুরু হওয়া উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি বাহিনীর অপরেশনের প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষায় আল-কায়েদার উপমহাদেশের পক্ষ থেকে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের এলাকায়ও কারী ইমরান(রাহিঃ)কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আফগানিস্তানে প্রেরিত মুজাহিদগনকেও ফেরৎ আনা হয়। কারী সাহেবের নেতৃত্বে মীর আলী, ইসমাঈল খিল এবং দাত্তা খিল এলাকায় পাকিস্তানি জালেম বাহিনীর উপর ধারাবাহিক হামলা শুরু করেছিলেন। ঐ অপারেশনের সময় থেকে শাহাদাত বরন পর্যন্ত উভয় এলাকায় তিনি অটল ছিলেন। ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানী বাহিনীর উপর বেশ কয়েকটি সফল কার্যক্রম পরিচালনা করার সাথে সাথে আফগানিস্তানে আমেরিকান ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে সফল হামলা পরিচালনা করেন। ৫ই জানুয়ারী শাহাদাতের দিন সকালে যখন ড্রোন বিমান থেকে মিসাইল নিক্ষেপ করা হয় তখন তিনি লওয়াড়া উত্তর ওয়াজিরিস্তানের এলাকায় নিজ হাতে পবিত্র কুরআন মজিদ নিয়ে দরস দিতেছিলেন। মুজাহিদ সাথীদেরকে হকের ওসিয়ত ও ছবরের ওসিয়তের জিম্মাদারী পালন করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের প্রিয় কারী ইমরান ছাহেব(রহিঃ) এর শাহাদাতকে কবুল করে নিন এবং জান্নাতে সর্বোচ্চ স্থান জান্নাতুল ফেরদাউসে তাকে স্থান দিন। আমাদেরকেও মকবুল শাহাদাত বরন করার তৌফিক দিন ও তাঁর সাথে জান্নাতে মিলিত করুন। আমীন।

আমার প্রিয় ভাই, উস্তায আহমদ ফারুক(রহিঃ)এর ব্যক্তিত্ব কেমন ছিল? তার সিরাত, তার দাওয়াত ও তার জিহাদের গুনে গুনান্বিত ছিলেন তিনি।

যারা এবিষয়ে জানেন তারা লিখবেন ও বলবেন ইনশাআল্লাহ, কিন্তু আমি এই উস্তাজের এক কাছের বন্ধু। জিহাদের সাথী হিসাবে তার কথা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। তার স্মরনের সুগন্ধী আমার অন্তরে ও মস্তিষ্কে সুগন্ধি ছড়িয়ে আছে। তাঁর সাথে জীবনের অতিক্রম করা এক একেকটি মূহুর্ত আমার বক্ষে সংরক্ষিত আছে। আল্লাহ তা'য়ালা এসকল দামী মূহুর্তগুলোকে আমার শাহাদাত পর্যন্ত সফরে সফরসম্বল হিসেবে অটুট রাখুন। আমিন।

সংক্ষেপে আমি এতটুকু বলতে পারি যে, আমার প্রিয় ভাই এবং প্রিয় মুরুব্বি উস্তায আহমদ ফারুক(রহিঃ) এর নিকট আমি ৮ বৎসরের বেশী কাল কাটিয়েছি। আমি তাকে নির্জন, ব্যস্ততায় এবং খুশি-চিন্তায় দেখেছি। যদ্ধু-নিরাপদে এবং সংকট ও আরামে দেখেছি। সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে রাগ-বিরাগে দেখেছি। মতবিরোধেও দেখেছি, একমতেও দেখেছি। মুসলমানদের সাথে মুয়ামালা করতে দেখেছি। সর্বাবস্থায় তাকে নিকট থেকে দেখেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আমার প্রিয় এই ভাইয়ের সর্ব অবস্থায় শরীয়তের উপর আমলকারী ও পূর্ববর্তীদের অতি নিকটবর্তী দেখেছি। তিনি তাকওয়া সুসজ্জিত সীরাত এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

ইসলাম ও মুসলমানদের মুহব্বতে ভরপুর, অন্যের কল্যাণে রুহের অস্থিরতা, দীনের শত্রুদের জন্য অন্তরে শত্রুতা পরিপূর্ণ ছিল এবং ঈমানের গাইরতে অটল মুজাহিদগনের কেন্দ্রবিন্দু তাকে দেখেছি। আমরা এমনই ধারনা করি, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ধারনা অনুযায়ী দান করুন।

আমরা কাউকে আল্লাহ তা'য়ালার চেয়ে বেশী চিনি না। এটা বড় একটি সাক্ষ্যি। আল্লাহ তা'য়ালাতো আসল অবস্থা সম্পর্কে জানেন। কিন্তু এই সাক্ষ্যি আমি আজকে সকলের সামনে দিচ্ছি, যেন এই সাক্ষ্য নিকট বন্ধু হওয়ার কারণে আমার জিম্মাদারী। আমার প্রিয় উম্মতের হকও। যেন এমন পবিত্র জিন্দেগীর আলোতে আলোকিত হওয়া যায়। যেটা এই ফিৎনা ফাসাদের জামানায়ও খাইরুল কুরুনের স্মরণ তাজা করে দেয়।

ইসলামাবাদের উস্তায আহমদ ফারুক(রহিঃ)এর আসল নাম **"রাজা মুহাম্মদ সালমান"** ছিল। তিনি বড় আলেমে দীন ছিলেন। তিনি ইসলামাবাদের ***"ইসলামী ইউনিভারসিটি"***থেকে **"উলুমুশ শরিয়াহ"** বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর জিহাদের ফরজিয়াতের উপলব্ধি তাকে জিহাদের ময়দানে টেনে নিয়ে আসে। সেখানে কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থা ও বিরামহীন জিহাদী ব্যস্ততা থাকা সত্বেও ধারাহাবিক ইলম অর্জন অব্যাহত রেখেছেন। সাথীদেরকেও উহার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন।

সাথীদেরকে পড়ানোর মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতেন। উলামাদেরকে খুব ভালবাসতেন এবং তাঁদের অনুসরণকে আবশ্যক মনে করতেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন দ্বীনী মাদ্রাসাসমূহের সাথে সুসম্পর্ক রাখার প্রচেষ্টা করতেন এবং ফিকহি মাসয়ালাসমূহে তাদের ফতোয়া তলব করতেন। শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জিহাদের জন্যে উৎসাহিত করা এবং সমাজ সংস্কারের

সূত্রধরে তাদেরকে চিঠি লিখতেন এবং নিজের মত ও নিবেদন তাদের কাছে পৌছাতেন। কথা-কাজে শরয়ী হুকুম জানার প্রচেষ্টা এবং শরয়ী মূলনীতি জানার পর সাথে সাথে এটাকে কাজে রূপান্তর করা তাঁর কাজের সুস্পষ্ট সৌন্দর্য ছিল। তাঁকে দেখে, অন্তরে আল্লাহর স্মরণ সতেজ হতো, আল্লাহর শরীয়তের সম্মান ও মর্যাদা অন্তরে বসে যেতো এবং তাঁর সাথে সামান্য সময় অতিবাহিত করলে ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং এরচেয়ে বেশি এর উপর আমল করার জন্যে তীব্র বাসনা সৃষ্টি হতো।

তিনি ব্যক্তিত্বে বিনয়ী এবং ইখলাস দ্বারা সুসজ্জিত ছিলেন। চেহারার মধ্য থেকেও এই উন্নত গুণ পরিলক্ষিত হতো, এটা কোনো সাময়িক, লৌকিক বা কৃত্রিম পোষাক ছিলো না, বরং বেশী নিকটে বসবাসকারীর কাছে বেশি প্রকাশিত হতো যে, তাঁর অন্তর কতো পরিষ্কার।এটা এমন নির্মোহ বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, শ্রোতার অন্তরে তাঁর কথা এমন আসন তৈরি করতো যে সে প্রভাবিত না হয়ে পারতো না। প্রসন্ন স্বভাব ও স্থির মনের অপূর্ব সমন্বয় ছিলো। মুখ ও অন্তরের হেফাজত তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো।

মুসলমানদের ব্যাপারে সর্বদা ভালো ধারনা রাখতেন। যদি কোন সাথী অন্যের ব্যাপারে কখনো কোন খারাপ ধারনা প্রকাশ করত তখন সাথে সাথে সতর্ক করতেন। হাসি ও কৌতুকের মধ্যেও কারো গিবত অথবা অন্য মুসলমানকে তুচ্ছ করার মত ভূল করতেন না। কেউ তাকে কষ্ট দিলে এবং তার অবর্তমানে তার বিরুদ্ধে কথা বললে চুপ থাকতেন। ছবর করতেন। সাথীদেরকেও ঐসকল ভাইদের ব্যাপারে ন্যায় সংগত অবস্থায় রাখতেন। হাসি ও কৌতুকে এ বিষয় খিয়াল রাখতেন যে, অন্তর যেন আল্লাহ তা'য়ালার যিকির হতে গাফিল না হয়। যদি কোন মাহফিলে হাসি মজাক সীমা অতিক্রম করত তখন সাথে সাথেই সর্বোচ্চ অস্থিরতার সাথে ভাইদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে ফিরাতেন এবং দিলকে মূর্দা হওয়া থেকে বাঁচানোর তালকিন করতেন। তিনি এমন মুরব্বী ও সংশোধনকারী ছিলেন যে, সাথীরা তার সাথে অল্প সময় অতিবাহিত করলে তার মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যেত। তিনি খুবই মহব্বত এবং কল্যাণকামী ছিলেন। সাথে সাথে সাথীদেরকে তাযকিয়া ও ইসলাহের(সংশোধন) চেষ্টা করতেন। সাথীদের সাথে এমনভাবে মিশে যেতেন এবং প্রতিটি সাথীর সাথে ভালোবাসার এমন সম্পর্ক হত যে, উপস্থিত সাথীরা মনে করত তারা তাঁর নিকটআত্মীয় বা বন্ধু।

ইবাদাতে আল্লাহ তা'য়ালার ভয় এবং তাঁর কোমল অন্তর আমি ব্যতিক্রম দেখেছি। তাঁর কুরআন বুঝার অধিক যোগ্যতা আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ দান ছিল। কোরআন তেলাওয়াতে কখনো ত্রুটি করতেন না। তেলাওয়াত কালে আয়াতের গভীরতায় ডুবে যেতেন। আয়াত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেন, আল্লাহ তা'য়ালার নিদর্শনের বড়ত্ব অন্তরে বসানোর চেষ্টা করতেন। আল্লাহ তা'য়ালার আহকাম পড়ে নিজের ব্যাপারে বোঝাপড়া করতেন। জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা আসলে চোখ ভিজে যেত। শেষ দিনগুলোতে অবরোধ চলাকালীন যে চিঠি লিখেছেন সেখানেও কোরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণা ও ফিকিরের ফলে আমাদের অবস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাও পাঠিয়ে দিয়েছেন। জিহাদের ফরজিয়াত আদায় করার উপলব্ধি এবং জিহাদকে ইলমে শরিয়তের আলোকে দেখার এক অস্থিরতা তার রগ-রেশায় বিদ্যমান ছিল। জিহাদের ইলমকে, শরিয়ী দৃষ্টিভঙ্গি, বসিরত(দূরদর্শীতা) এবং দ্বীনের দাওয়াতের মাধ্যমে সমুন্নত তুলে ধরতেন। কোরআন সুন্নাহর বুঝকে এবং ঐসকল তাফসীর ও ব্যাখ্যাগুলোকে ছহীহ মনে করতেন, যা ছাহাবা কেরাম(রাঃ), ছলফে ছালেহিন এবং তাদেরই পথের অনুসারী সকল ইমাম ও মুহাদ্দীসিনে

কেরামের মাধ্যমে আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাদেরই সাথে সম্পর্ক রাখা পরবর্তী উলামায়ে কেরামের নিকট থেকে ইলমি ফায়দা নেয়াকে নিজের জন্য জরুরী মনে করতেন। এমনকি জিহাদ বিষয়ক পূর্ণ জ্ঞানঅর্জনকারী পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেম, সাথে সাথে জিহাদের ময়দানের মাশায়েখদের দেখানো পথে চলা নিজের জন্য জরুরী মনে করতেন।

জিহাদী ময়দানের শাইখ মোস্তফা আবু ইয়াযিদ(রহিঃ), শাইখ আতিয়াতুল্লাহ(রহিঃ) এবং শেখ আবু ইয়াহইয়া(রহিঃ) এদের মত মাশায়েখদের সঙ্গ ও অনুসরনে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন। এতবড় নিয়ামত অর্জন করার সাথে সাথে শাইখ আবদল্লাহ আজ্জাম(রহিঃ), শাইখ উসামা বিন লাদিন(রহিঃ) এবং শাইখ আইমন জাওয়াহিরী(হাফিজাহুল্লাহ), শাইখ আবু ওয়ালিদ আনসারী(হাঃ), শাইখ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনী(হাঃ), শাইখ আবু মুসআব আসসুরী(হাঃ) এদের ন্যায় মাশায়েখদের লিখিত কিতাব, লেখনী আর উসামা(রহিঃ)এর দাওয়াতের ব্যাপকতা এবং বিশ্বব্যাপি জিহাদী আন্দোলনের চিন্তাধারা ও মানহাজ বুঝতে সহায়ক হয়েছে। অর্থাৎ বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি থেকে দূরে থাকা, আর ঐ পদ্ধতি যেটি সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রে শরিয়তকে আঁকড়ে ধরতে শিখায়।

এটা এমন এক মানহাজ, যা উম্মাহকে তাওহীদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধতার ফরজিয়াতের দিকে ডাকে। মাযহাবী ও শাখাগত মাসায়ালার ইখতিলাফের উর্ধ্বে উঠে উম্মাতে মুসলিমার সকল শ্রেণীকে সবচেয়ে বড় শত্রু ইসরাঈল, আমেরিকা এবং এদের এজেন্টদের বিরুদ্ধে সজাগ করা। জুলুমবাজ কুফরীতন্ত্রের বিরুদ্ধে উঠে দাড়ানোর জন্য তাগিদ দিতেন। শরীয়ত বাস্তবায়ন এবং *"খিলাফাত আলা মিনহাজিন-নবুওয়াত"* প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দিতেন। এই মানহাজ আমাদের উস্তায আহমদ ফারুক(রহিঃ) জিহাদের মাশায়েখদের থেকে বুঝে নিয়েছেন, উহা শরীয়তের রূহ ইসলামী আইন অনুযায়ী গঠিত মানহাজ। এতে রয়েছে উম্মাতে মুসলিমার চিন্তার পেরেশানী দূর হওয়ার পথ ও পন্থা। শাইখ উসামা বিন লাদেন(রহিঃ) ও তার "জামাত আল-কায়েদার" এই পবিত্র জিহাদী চিন্তা-ধারার খেদমত এবং উহার দিকে নিজ কওমকে একত্রিত করা এবং এই মূলনীতির ভিত্তিতে জিহাদী আন্দোলন প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে নিজ জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বানিয়েছেন।

উস্তায আহমদ ফারুক(রহিঃ) বিগত সাত বছর ধরে আল-কায়েদার মাশায়েখদের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের ***"আদ-দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ"*** বিভাগের প্রধান হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সে সময়ে পাকিস্তানে শাইখ উসামা(রহিঃ) এবং শাইখ আইমান জাওয়াহিরী(হাঃ)এর জিহাদী দাওয়াতের পূর্ণ মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই পথে সাথীদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। এই মানহাজের দিকে পাকিস্তানবাসীকে ডেকেছেন। আল-কায়েদার খোরাসানের জিম্মাদার শাইখ মুস্তফা আবু ইয়াজিদ(রহিঃ) ডাঃ আরশাদ ওয়াহিদ(রহিঃ) শাহাদাতের পর উস্তাদ আহমদ ফারুক(রহিঃ) কে ঐ জায়গায় পুরা জিম্মাদারী সোপর্দ করেন। জিহাদের ময়দানে থেকে তিনি একদিকে যেমন জিহাদ ও মুজাহিদদের সাথে সম্পর্কিত ব্যবস্থপনা, সামরিক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তেমনি অন্যদিকে লেখনী,তালিম-তাযকিয়াহ,অন্তরের ইসলাহ, বয়ান ও হিদায়াত প্রকাশনা-প্রচারেও তিনি যথেষ্ট মনোযোগ ও সময় দিতেন।

পাকিস্তানে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায় সরকার ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ ও লড়াই করার ব্যাপারে তিনি একজন উত্তম দা'য়ী এবং যোগ্য নেতা ছিলেন। শাইখ উসামা(রহিঃ) পাকিস্তানে জিহাদের ঘোষণা করেছেন। আর উস্তাদ আহমদ ফারুক(রহিঃ)এর নেতৃত্বে পাকিস্তানে আমেরিকান স্থাপনায়, এর বাহিনী এবং গোপন এজেন্সিদের বিরুদ্ধে অগনিত সফল অপারেশন পরিচালনা করেছেন।

পাকিস্তান এবং এর পূর্বে উপমহাদেশে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য "আল-কায়েদা উপমহাদেশ" প্রতিষ্ঠা করা তাঁর মনের একান্ত আকাঙ্খা ছিল। এই জামাত প্রতিষ্ঠার সময়কালে তিনি পূর্বের দল থেকে মুক্ত হয়ে, মনের প্রশান্তি ও খুশি নিয়ে আমির মুহতারাম মাওঃ আসেম উমর(হাঃ)এর হাতে বায়আত করেন। মাওঃ আসেম উমর(হাঃ) তাকে নায়েবে আমীর এবং ***"আদ-দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদের"*** জিম্মাদার নির্ধারন করেন। তিনি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতার সাথে পালন করতেন। তাঁর জিম্মাদারীর উপলব্ধি এরূপ ছিল যে, তিনি উত্তর ওয়াজিরিস্তানের জিহাদের এলাকা এবং অবরুদ্ধ হতে বের হওয়ার ক্ষেত্রে নিজের আগে অন্যান্য মুজাহিদদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নির্দেশ স্বরূপ সাথীদেরকে বের করতে লাগলেন, কিন্তু নিজে বের হতে বিলম্ব হয়ে গেল। এমনকি যখন আমি নারাজ হয়ে তাকে চিঠি লিখলাম এবং দ্রুত বের হওয়ার জন্য তাগিদমূলক আবেদন করলাম, বের হওয়ার বিভিন্ন রাস্তা রয়েছে এবং একটি নিয়মও পেশ করলাম, তখন জওয়াবে আমাকে এই কবিতাটি লিখে পাঠানঃ-

"যখন আমার জীবনে মৃত্যু একবারই আসবে।

তবে সেটা কেন শাহাদাতের মধ্যে বিলিয়ে দিব না"।

পাকিস্তানকে আমেরিকার গোলামী থেকে মুক্তি দেওয়া, পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে জুলুম ও কুফর থেকে এবং কুফরি শাসন ব্যবস্থা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া। পাকিস্তানে শরিয়তে মুহাম্মদী(সঃ)এর বাস্তবায়ন উস্তাদ আহমদ ফারুক(রহিঃ)এর স্বপ্ন ছিল। পাকিস্তানের জিহাদী কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা এবং উহাকে শরিয়তের আইন অনুযায়ী পরিচালনা তার এমন আশা ছিল যেটির জন্য তিনি সর্বদা চিন্তিত ও অস্থির থাকতেন। পাকিস্তানে জিহাদী পতাকা উড্ডয়ন দেখা, কুফরি ও জুলুমি শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই বরকতময় জিহাদকে যেকোন কিছুর বিনিময়ে চালু রাখা। এই জিহাদকে শরয়ী মূলনীতির ভিত্তিতে এগিয়ে নেওয়া। এবং এই পরিমান ব্যকুলতা ছিল যে, শাহাদাতের দুইদিন পূর্বেও এই বিষয়ে চিঠিতে ওসিয়ত প্রেরন করেছেন ও সাথে সাথে অডিও বার্তাও রেকর্ড করে প্রেরন করেছিলেন। সেই চিঠি ও অডিও বার্তা এমন সময় তিনি তৈরী করেছেন যখন তার শাহাদাতের ব্যাপারে প্রবল ধারনা হয়েছিল। শত্রুদের কঠিন অবরোধ ছিল, তাঁকে টার্গেট করতে গিয়ে চল্লিশ দিন ধরে আলাদা পাঁচটি ড্রোন মাথার উপর বিদ্যমান ছিল।

কিন্তু এমনও ভয়ানক পরিস্থিতিতেও তিনি কুফরী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদের পতাকা উড্ডয়ন রাখা এবং পাকিস্তানের জিহাদের মোবারক কাফেলাকে যে কোন অবস্থায় এগিয়ে নিতে ওসিয়ত করতেন। সেই ওসিয়তে তিনি পাকিস্তানে জিহাদরত সকল মুজাহিদ দলসমূহকে শরয়ী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা বলেন। শরীয়তবিরোধী কাজের ব্যাপারে চুপ থাকতে নিষেধ করেছেন। এবং এই জিহাদকে পাকিস্তানী মুসলমানদের জন্য শান্তি ও রহমত হিসাবে

আনতে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে জোর দিয়েছেন। জিহাদকে শরিয়তের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করণে সর্বদা তাঁর ব্যাকুলতা এই পরিমান ছিল যে, দীর্ঘ অবরোধের মধ্যে শেষ দিনগুলোতে যখন ডান-বাম থেকে শাহাদাতের এবং গ্রেফতারের সংবাদ আসছিল, শত্রুরা মাথার উপর, শাহাদাত প্রায় নিশ্চিত এরূপ কঠিন মূহুর্তেও " فُرْسَانٌ تَحتَ رَايَةِ النبيِ" ***"ফুরসানু তাহতা রায়াতিন নাবিয়্যি"***(নবী(সঃ)এর পতাকা তলে ঘোড়সওয়ারী) নামক কিতাবের এর অনুবাদে ব্যস্ত ছিলেন। আমির মুহতারাম শাইখ আইমান(হাঃ)এর গুরুত্বপূর্ণ কিতাব "অর্ধ-শতাব্দীর চক্ষু দেখেছে জিহাদী ইতিহাস"। এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার খুব গভীর থেকে জিহাদী আমলকে মিলানো এবং সেই আলোকে আগামী জিহাদী আন্দোলনকে পথ দেখানোর শিক্ষা ও নসিহা সেই কিতাবের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত। তিনি শেষ দিনগুলোতে বার বার উল্লেখ করেছিলেন যে, বর্তমান জিহাদ বিশেষ করে পাকিস্তানের জিহাদে এই কিতাবের শিক্ষার আলোকে পথ চলা খুবই প্রয়োজন। অনুবাদ লিখতে অনেক সময় যাচ্ছিল তাই তিনি ভয়েস রেকর্ডের সাহায্যে এর অনুবাদ ও অন্তর্নিহিত শিক্ষা রেকর্ড করেন। অধিকাংশ(বইয়ের) অনুবাদ করে শাহাদাতের দুইদিন আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ব্যাকুলতা এবং জিহাদের পথের এই ভালোবাসা কবুল করে নিন। আমিন।

তিনি সকল প্রকার মাযহাবী এবং দলীয় গোঁড়ামি থেকে দূরে থাকতেন। শাখাগত মতপার্থক্য থেকে বিরত থাকতেন। অন্যদেরকে দূরে রাখার চেয়ে কাছে টেনে নেয়া এবং পারস্পরিক ঐক্য গড়া ও নেক কাজে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা তার চমৎকার গুন ছিল। সংগঠন এবং দলকেন্দ্রিক সম্পর্ক বাদ দিয়ে সকল জিহাদী জামাতের মুজাহিদগনকে এবং অন্যান্য মুসলিমদের সাথে মহব্বত রাখতেন। সকলের দুঃখে দুঃখি এবং সকলের সুখে সুখী হতেন। তাহরিক তালিবানের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাদা সম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করতেন। পাকিস্তানের জিহাদকে শক্তিশালীকরণ এবং ইসলাহ করার যে কোন আমলি কার্যক্রম অথবা মাশওয়ারা করাকে নিজের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতেন।

আল্লাহ তা'য়ালা তার ঐসকল পবিত্র আশাগুলোকে কবুল করে নিন। পাকিস্তানের লড়াইরত সকল মুজাহিদগণকে শরিয়ত মোতাবেক জিহাদ করার তাওফিক দান করুন। তাদের অন্তরগুলোকে হকের উপর দৃঢ় করে দিন। আল্লাহ তা'য়ালা পাকিস্তানের জিহাদে খুব উন্নতি দান করুন। ঐ জিহাদকে পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য রহমত বানিয়ে দিন। পাকিস্তান এবং সম্পূর্ণ উপমহাদেশে আপনার বিশেষ রহমতে, সকল পবিত্র মুজাহিদিনগণের রক্তের বরকতে মুজাহিদগনের হাতে দীনের দুশমন ও আমেরিকার গোলামদেরকে পরাজয় করিয়ে দিন। গোটা অঞ্চলে ইসলামের কালিমাকে সমুন্নত করে দিন। আমিন।

উস্তাদ আহমদ ফারুক(রহিঃ) এবং কারী ইমরান(রহিঃ)এর শাহাদাত উপলক্ষে সকল জিহাদ ও মুজাহিদ প্রিয় ভাইদেরকে, বিশেষ করে তাদের নিকট-আত্মীয়দেরকে আমি এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, আপনাদের সন্তান আপনাদের এই প্রিয় মানুষগুলো আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় কোরবান হয়েছেন। যে মর্তবা অর্জনের জন্য তারা বের হয়েছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে তা দান করেছেন। তারাতো আল্লাহ তা'য়ালার দীনের জন্য নিজেদেরকে মিটিয়ে দিয়েছেন। রবের সাথে জীবন বিনিময় করে উত্তম সওদা করে নিয়েছেন। যার বিনিময়ে সর্বদা স্থায়ী জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, যা স্থায়ী সফলতার বিশ্বাস এনে দেয়। ইনশাআল্লাহ এসকল পবিত্র ব্যক্তি صَدَقُوْا مَاعٰهَدُوْا اللهَ عَلَيْهِ ***"মুমিনদের মধ্যে***

কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে" এই দলে শামিল হবেন। সফল হয়ে গেছেন। তবে এই বিচ্ছেদ সাময়িক। সকলকে এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে। খুব শিঘ্রই যাওয়া লাগবে। শুধু চক্ষু বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা। যদি আমরা ছবর ও তাকওয়ার রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারি, তাহলে এসকল শহীদগনকে ইনশাআল্লাহ জান্নাতের দরজায় ইস্তেকবালের(স্বাগতম) জন্য দাড়ানো দেখতে পাবো। ঐ জান্নাতে একত্রিত হব যেখানে পৃথক হওয়া নেই। যেখানে অসুস্থ হওয়া নেই। সবচেয়ে বড় কথা সেখানে কোন চিন্তা-ভয় থাকবে না। অতএব নিজের প্রিয়দের সাথে একত্রিত হওয়ার জন্য অগ্রসর হতে থাকুন এবং আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সম্পর্ক মজবুত করে নিন। তার ইবাদাতে নিজেকে নিমগ্ন রাখুন। যে সত্বাকে রাজি করার জন্য এই প্রিয় ভাই চলে গেলেন, সে সত্বা চিরঞ্জীব। তাকে রাজি রাখুন। আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করুন। যিনি আপনাদের ও আমাদের এই প্রিয়দেরকে নাবী, ছিদ্দিক, শহীদ, ছালিহীনদের সঙ্গে হাশর করার সৌভাগ্য দান করুন। এখনই ছবর ও শুকর করার সময় প্রকৃত সময়। দুনিয়া পরীক্ষার ক্ষেত্র। প্রতিদানের জায়গা নয়। এখানে তো যাচাই করা হয় মাত্র। অতএব বিচ্ছেদের এই পরীক্ষায় ছবর করুন। ছবর কামনা করুন আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে। **وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله** ***"যে তার কাছে ছবর করার তৌফিক চায় আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ছবর করার তৌফিক দান করেন"।*** দীনের উপর দৃঢ়পদ থাকুন। ইহা অনেক আনন্দের কথা যে, আল্লাহ তা'য়ালা তার জীবন মৃত্যু উভয়টি দীনের সাহায্যে পছন্দ করে নিয়েছেন। তার মৃত্যু-জীবন উভয়টি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই দীন অনেক বড়। এই দীনের জন্য মৃত্যুবরন করা, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া অনেক বড় কাজ। তারা প্রমান করে দেখিয়েছেন যে, দীন ব্যতীত দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে সব বেকার। আমাদের এই সকল প্রিয়দের সিরাত, সুন্দর আমলগুলো কিয়ামত পর্যন্ত উম্মাতের জওয়ানদেরকে দীনের সাথে জুড়ে দেওয়ার উসিলা হবে। এটা এমন এক বাস্তবতা, এর জন্য আপনারা আমরা যতই আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করি, তা নিতান্তই কম হবে। এই সৌভাগ্য আল্লাহ তা'য়ালা তার থলিতে ভরে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা আপনাদের অন্তরে প্রশান্তি দান করুন এবং তিনি রাজি হয়ে যান। আমিন।

আল-কায়েদার উপমহাদেশের প্রিয় আমির মুহতারাম মাওলানা আসিম উমর(হাঃ) এবং আল-কায়েদার কেন্দ্রিয় আমির স্বয়ং শাইখ আইমান জাওয়াহিরী(হাঃ) এসকল সিপাহীদের জন্য শোকাহত। এবং মোবারকবাদ জানিয়েছেন এই জন্যে যে, এই পবিত্র রক্ত নিঃসন্দেহে জিহাদের কাফেলাকে আরো শক্তিশালী করবে। এই মহান কুরবানী তাদের পয়গামের সততার প্রমান। জিহাদের বৃক্ষে এই রক্তই সিক্ত করে থাকে। বরকতময় হোক যে, তার সকল মুজাহিদ ঐ পয়গামের জন্য রক্ত দিয়েছেন,যেটি উম্মাহকে ঐক্য শিক্ষা দেয় এবং উহাকে গৌরবের জীবন ও মহৎ মৃত্যু বলা হয়। তার যে সকল যুবক মুজাহিদ দীনের শত্রুদের উপর হামলা করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেওয়ার যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, যার বরকতে কাফেরদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। জিহাদের কাফেলা এর দ্বারা আরো উজ্জিবিত হয়ে উঠবে। ঈমানদারদের অন্তরে শীতিলতা অনুভব হবে। ইনশাআল্লাহ এই রক্ত এবং এই রক্তে জাগানো পয়গাম কুফরী শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিবে এবং শরিয়ত বাস্তবায়নে উপাদান হবে, সহায়ক হবে, এই কুরবানী আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মোহাম্মদ উমর(হাঃ)এর নেতৃত্বে চলমান এই জিহাদের বিজয় এবং ইসলামী ইমারতের প্রতিষ্ঠায় ও শক্তিশালী করতে ভূমিকা হিসেবে গন্য হবে।

এখানে কিছু কথা জিহাদের কাফেলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে

আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীন বড়। আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীন কোন ব্যক্তির মুখাপেক্ষি নয় বরং এই দ্বীন ব্যক্তি পয়দা করে এবং দ্বীনের জন্য কোরবানী দিলেই তিনি আমাদের ইমাম হয়ে যান। বড় ব্যক্তিত্ব এই দীনের জন্য কোরবান হয়ে যাওয়া ঐ ব্যক্তির জন্য উহা সৌভাগ্য হয়ে উঠে। এই দ্বীন বড়, উহার দাওয়াত ও বাস্তবায়নের মূল্যও অনেক বেশী। এই মূল্য ইখলাস,তন, মন, ধন এগুলোকে বিলিয়ে দেওয়া। আল্লাহ তা'য়ালার দীন বড়, যে উম্মাতের নারীগণ নিজেদের কলিজার টুকরাদেরকে দ্বীনের জন্য কোরবান করাকে নিজেদেরকে খোশ নসীব মনে করেন। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দগণ এই দীনের জন্য জান কোরবান করাই আন্দোলনের প্রাণ হিসাবে গণ্য হয়। এই দীনের জন্য আমীরদের জান কোরবান দেওয়া জিহাদের কাজে শক্তি যোগায়। তাদের রক্ত তাদের পয়গামের সত্যায়ণ করে এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে গভীর ও আন্তরিক সম্পর্ক বুঝায়। আমাদের এই নেতৃবৃন্দ, আমরা সবাই, আমাদের পরিবার পরিজন, আমাদের এই সমগ্র কাফেলা যদি এই উম্মতকে জাগ্রত করতে এবং উম্মাহকে দ্বীনের সাথে জুড়ে দিতে এবং জিহাদে দাঁড় করানোর কাজে বিলীনও হয়ে যায়, নিঃশেষ হয়ে যায়, মরে যায়, তবুও এটা কোন বড় বিষয় নয়। জিহাদের এই বরকতময় আন্দোলনকে দাড় করাতে এবং উহাকে শরিয়ত অনুযায়ী পরিচালনা করতে আমরা কিছু জালানী মাত্র।

আমরা যুলুম ও কুফরকে খতম করার ইন্ধন মাত্র। আল্লাহ তা'য়ালার জমীনে আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম প্রতিষ্ঠা করতে উম্মতের মধ্যে জিহাদের রূহ ফুঁকে দিতে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে কবুল করে নিন। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের নিয়াতকে খালিছ রাখেন। মোবারক হোক, তোমাদের জিহাদের কাফেলার সাথে সম্পৃক্ত থাকা মোবারক হোক। শহীদগন ও ইমামগণ মোবারক হোন। ইহারা জীবিত, আল্লাহ তা'য়ালার নিকট জান্নাতের মধ্যে ইনশাআল্লাহ জীবিত। ইহারা জীবিত, তাদের পয়গামও জীবিত। তাদের সিরাত জীবিত, তাদের পদচিহ্ন জীবিত, তাই সন্মুখে অগ্রসর হোন। আপনার প্রতিটি কথা এবং কাজকে আল্লাহ তা'য়ালার শত্রুদের উপর আগুন বানিয়ে নিক্ষেপ করুন।

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ

"তাদের সাথে লড়াই কর, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের দ্বারা তাদেরকে(কাফেরদেরকে) শাস্তি দিবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। তাদের বিপরীতে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, মুমিনদের অন্তরে শান্তি দিবেন, তাদের অন্তরের ক্রোধ দূর করে দিবেন।"(সূরা তাওবাহ-১৪-১৫)

এই উম্মতের প্রতি আহবান জানান এবং এই জিহাদকে নেয়ামত এবং রহমত বানিয়ে দিন। কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'য়ালার দীনের পথে বাধাদানকারী জালিমদের বিরুদ্ধে কঠোর হোন। আর মুসলমানদের মাঝে দয়াদ্র হোন ও দয়া করুন। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করি এই শাহাদাত, এই ত্যাগ, এই পরীক্ষা শরীয়তের উপর দৃঢ় থাকা এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার অতি নৈকট্য অর্জনের কারন বনে যাক। জিহাদের পথে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যম হয়ে যাক। আমিন।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ- وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“আর স্মরণ রাখ। তোমরা দূর্বল হয়ে পড়ো না, চিন্তিত হয়ো না তোমরাই বিজয়ী হবে(দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। যুক্তি-প্রমানের ময়দানে এবং যুদ্ধের ময়দানেও। শুরুতে এবং পরিশেষেও) যদি তোমরা ঈমানদার হও।”(সূরা আলে ইমরান-১৩৯) নিজের ঈমানের হিফাজত করুন। শরিয়তকে দাঁত দ্বারা অর্থাৎ মজবুতভাবে আকঁড়ে ধরুন। এই শর্ত যদি পূরণ হয় তাহলে আমরা সর্বাবস্থায় সফল। "احدى الحسنيين" তথা **দুটি উত্তমের যেকোন একটি** পাওয়া যাবেই। আমরা এই নিয়ামতের উপর যতই খুশি হই তা নিতান্তই নগণ্য। ‘***দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতকে বিক্রি’*** করার এই সওদা কতইনা বরকতময়। فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهِ *“তোমরা যে ব্যবসা করেছো উহাতে আনন্দ উদযাপন কর।”*(সূরা তাওবাহ-১১১)

এই পর্যায়ে আমি আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানি জেনারেল ও শাসকবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলা জরুরী মনে করছি।

হে আমেরিকার গোলামরা, পাকিস্তানের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপকারী লুটেরা, পবিত্র শরিয়তের দুশমন! জেনে রাখ যে, আমাদের যুদ্ধ বেতন, ফ্ল্যাট ও পদ-পদবী পাওয়ার যুদ্ধ নয়, বরং ইহা আক্বীদার যুদ্ধ। এই পবিত্র ভূমিতে আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম বাস্তবায়ন হবে অথবা তোমাদের কুফরী শাসন ব্যবস্থার শেকড় রাখার চেষ্টা। তোমাদের মুকাবেলা কিছু ব্যক্তির সাথে নয়। এই সকল মুজাহিদগনের সাথেও নয়। বরং তোমাদের যুদ্ধ তো মুজাহিদগনের রবের বিরুদ্ধে। তোমরা যুদ্ধের ময়দানে নিজ খালিক মালিকের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছো, সেই মহান সত্ত্বার কিতাব ও শরীয়তের পথে তোমরা বাধাদানকারী। যিনি তোমাদেরকে কয়েকদিনের জীবন দান করেছেন। যার পাকড়াও থেকে তোমরা কেউ বাঁচতে পারবে না। তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার বন্দেগী থেকে বিরত রাখতে চাও। তাদেরকে শরিয়ত থেকে বঞ্চিত করতে চাও। তোমরা তাদের দীন ও দুনিয়া ধ্বংসের চেষ্টায় লিপ্ত।

শুধু একথা স্মরণ রাখো, যতদিন এখানে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাত থাকবে, যতদিন এই জমিনে কোরআন বিদ্যমান থাকবে, যতদিন পর্যন্ত মসজিদ থেকে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর আওয়াজ আসবে, ততদিন এখানে জিহাদও জারী থাকবে।

হযরত ইব্রাহীম(আঃ)(*আগুনকে যার জন্যে জান্নাত ও শান্তিদায়ক করে দিয়েছেন)* এর সন্তানেরা তোমাদের নাপাক অস্তিত্ব থেকে এই পৃথিবীকে পবিত্র করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। জুলুম, বাড়াবাড়ী, কুটকৌশল ও ধোকাবাজী শেষ পর্যন্ত করে নাও। উম্মতের দরদী, শরীয়তের ধারক-বাহকদেরকে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলানোর ইচ্ছা পুরা করে নাও। এরপর মিথ্যা দাজ্জলী মিডিয়ার যাদু দিয়ে যত জাল বুনার বুনে নাও। হককে বাতিল এবং বাতিলকে হক হিসাবে দেখাও, মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বলে প্রচার কর, ন্যায়কে অন্যায় এবং জুলুমকে ন্যায়বিচার বানাও। বে-দ্বীন, বদকার এবং নির্লজ্জকে সংস্কৃতি, আর পবিত্রতা, শালীনতা, দীনি সম্পৃক্ততার নিয়ামতকে সেকেলে হিসেবে পরিবেশন কর। ঐ সকল

মুজাহিদগনকে হিংস্র, মানবতার হত্যাকারী এবং শিশুদের দুশমন ইত্যাদি প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছ। সত্য সত্যই, সূর্যের রশ্মি গোপন করতে চাইলেও গোপন করা যায় না। আল্লাহ তা'য়ালার দীন অনেক বড়। আলহামদুলিল্লাহ্। ইহা সংরক্ষিত। আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনেক মহৎ। টার্গেট পরিষ্কার, জিহাদের এই মোবারক কাফেলা কভু থামবে না। জুলুম ও কুফরের বিরুদ্ধে হকের এই আওয়াজকে দমানো যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালার জমিনে আল্লাহ তা'য়ালার আইন বাস্তবায়ন করার জন্য এই জিহাদ সামনে অগ্রসর হতে থাকবে। যতক্ষন না আল্লাহ তায়ালা এই সকল নিরাপরাধ এবং তোমাদের মত অপরাধীদের মাঝে পার্থক্য প্রকাশ করে দেন। তাদের জিহাদ শুধু প্রতিশোধের অন্ধযুদ্ধ নয়। তাদের যুদ্ধ শরিয়ত মানার যুদ্ধ। এই সকল মুজাহিদ আপন মুসলমান ভাইদের প্রতিরক্ষা করার লক্ষে বের হয়েছে। তারা তোমাদের জুলুম কুফর থেকে বের হয়ে শরিয়তের রহমত প্রাপ্তির ময়দানে নেমে পড়েছেন। এটাও জেনে নাও, আমরা দু-দিনের দুনিয়ায় আরাম ভোগ করতে বের হইনি, যেমনটা তোমরা করে থাক। আমরাতো এই দীনের জন্য আমাদের দুনিয়া ও নিজেদের সবকিছু কোরবান করতে এসেছি। আমাদের প্রত্যেকেই... হ্যা, আমাদের প্রত্যেকেই ঐ মোবারক সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকে, যে জীবন সন্ধ্যায় আমরা জীবন বিলিয়ে দেব,শহীদ হয়ে যাবো। কোরবান হয়ে যাব। গুলি ও গোলায় আমাদের শরীর ভোনা হয়ে যাবে। এতেই আমাদের রব আমাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। শাইখ আব্দুর রশিদ গাজি(রহিঃ), উস্তাজ আহমদ ফারুক(রহিঃ), কারী ইমরান(রহিঃ), ডাঃ উসমান(রহিঃ), শাইখ ওয়ালী উল্লাহ(রহিঃ) প্রমুখের পরেও অগনিত ভাই এই দীনের পতাকা উড্ডীন করতে প্রস্তুত রয়েছে। নিজের রক্ত প্রবাহিত করে সত্যের সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছেন। হে শরিয়তের শত্রুরা, জাতির খেয়ানতকারীরা! মনে রেখে, তোমাদের প্রত্যেকেই আমাদের টার্গেটে রয়েছ। তোমাদের পত্যেকেই প্রতিটি মুজাহিদদের নিশানার লক্ষ্যবস্তু। এই দেশে বসবাসকারী তাওহিদবাদী, প্রত্যেক নামাজী, প্রত্যেক দীনদারের টার্গেটে রয়েছো। এই যুদ্ধ চলবে, যদিও প্রজন্মের পর প্রজন্ম অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু এই জিহাদ শেষ হবে না। কাফেলা অগ্রসর হতে থাকবে অবশেষে আল্লাহ তা'য়ালা ঐদিনও দেখাবেন। আমাদের ইয়াকিন আছে যে, আমরা না হলেও আমাদের পরবর্তীদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা শিঘ্রই ঐ দিন দেখাবেন ইনশা আল্লাহ। অবশ্যই দেখাবেন, যখন চোরের আখড়া ইসলামাবাদে রাহিল শরীফ, পারভেজ, নিয়াজি আত্নসমর্পন করবে। তারা পাঞ্জাবী হবে না যারা শুধু অন্যের রক্ষী বরং কালেমায়ে তাওহীদের পতাকাধারী মুজাহিদ হবে। যারা আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমে তোমাদেরকে সহ পাঞ্জাবী জেনারেল পদবী ও সৈনিকদেরকে শেকলবন্দি করে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'য়ালার ক্রোধের উপযুক্ত দূর্ভাগা ইয়াহুদী, তাদের মিত্রজোট, যুগের ফেরাউন আমেরিকা এবং তাদের মিত্ররা জেনে রাখো !

ধোকা, ছল-চাতুরীর উপর প্রতিষ্ঠিত তোমাদের জুলুম এবং কুফরী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কালেমায়ে তাওহীদের পতাকা, জিহাদের পতাকা উড্ডিন করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের দাবী। ইহা আল্লাহর কিতাবের ঘোষণা। আমরা জীবিত থাকব। আমরা তোমাদের প্রভুত্বকে অস্বিকার করে এবং আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা আমাদের রবের স্বিকৃতি দিয়ে বেঁচে থাকব। আমরা বেঁচে থাকব এবং জিহাদ করে যাবো আল্লাহ তা'য়ালার শরিয়তের বাস্তবায়ন করতে, তোমাদের মাথাগুলোকে আল্লাহ তা'য়ালার সামনে নত করাতে, তোমাদের কর্তৃত্ব থেকে মজলুম মুসলমানদেরকে রেহাই দিতে। পবিত্র কুদসকে মুক্ত করতে এবং প্রিয় মসজিদে আকসাকে তোমাদের নাপাকি থেকে পবিত্র করতে, ফিলিস্তিনের

পানে আমরা অগ্রসর হয়ে বেঁচে থাকব। আর আমরা যদি শহীদ হই তাহলে যেন রেখো, এই উদ্দেশ্যেই আমরা বের হয়েছি। আমাদের শাহাদত জিহাদের আগুনকে আরো প্রজ্বলিত করে। এই কাফেলাকে রোখতে পারে এমন কেউ নেই। তোমাদের সর্বোচ্চ সামর্থনুযায়ী আমাদের হত্যা কর, ড্রোন, জেট F-16, যা তোমাদের হাতের মুঠোয় ও তোমাদের ইশারায় চলে, চালাও।

এই রাস্তা অনেক কঠিন, কিন্তু ওহে দুশমন শুনে নাও!

"সত্যের উপর মৃত্যু বরন করার এই জযবা,আমাদের দৃঢ়তাকে কমাতে পারবে না।

আমরা তো আমাদের জীবনকে বিক্রি করে দিয়েছি শাহাদতের লাগি।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য(এই দুনিয়ায়),

মনজিলে পৌঁছা মোদের লক্ষ্য তাই মোরা থামতে পারি না"।

نحن متيقّنون بأن كل قطرة من دم الشهيد تكون نورٌ ونار، هل انتهى الجهاد بعد استشهاد الشيخ"اسامة بن لادن" -رحمه الله-، هل اخرّتمونا عن هذه القافلة، هل حققتم النصر في الحرب؟! هلّا استخدتم سلاح البي باون والديزي كتر لاخماد صوت الحق ولاسكات صدى كلمة التوحيد، قد قمتم بقمع المسلمين وقتلهم فهل أُسكت الحق؟! قد استخدمتم ملايين المليارات لانشاء العقلاء والكتّاب والمحلّلين وحتى جربتم المسلمين المتأمريكين، فهل انتهى الاسلام؟ هل انتهى الجهاد وانتهت قصته؟! عندما كان حرب افغانستان كانت قد حرّمت النوم عليكم، واليوم!

আমাদের বিশ্বাস, শহীদের রক্তের প্রতিটি ফোটা নূর এবং (তোমাদের বিরুদ্ধে) আগুন। শাইখ উসামা(রহিঃ)এর শাহাদাতের পর কি জিহাদ খতম হয়ে গেছে?! এই কাফেলার কম বয়সি ছেলেদের পিছনে তোমরা লেগেছিলে। তোমরা কি আমাদেরকে এই কাফেলা থেকে পিছিয়ে দিতে পেরেছ?! যুদ্ধে কি তোমরা জয়ী হয়ে গেলে?! তোমাদের বিরুদ্ধে উঠা আওয়াজ দমানোর এবং কালেমায়ে তাওহীদের পক্ষে আওয়াজধারীদেরকে চুপ করিয়ে দিতে বি-৫২, ডিজি কাটার আরো কত কিছু ব্যবহার করেছো। লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে গনহত্যা করেছ, গ্রাম থেকে গ্রাম উজাড় করে দিয়েছ। সত্যকে কি স্তব্ধ করে দিতে পেরেছ?! তোমরা ক্ষতির বৃক্ষ লাগিয়েছ। তোমরা ইন্টেলিজেন্স, এনালাইসিষ্ট, লেখক ও প্ররোচক সৃষ্টি করেছো। আমেরিকান মেড ইসলামের অভিজ্ঞতাও অর্জন করলে। এতো কিছু করেও কি ইসলাম শেষ হয়ে গেছে?! পাল্টে গেছে?! জিহাদ ও জিহাদের ঘটনা শেষ হয়ে গেছে? এক আফগানিস্তান তোমাদের নিদ্রা হারাম করে দিয়েছিল। আর আজ! পুরা দুনিয়া তোমাদের কাছে 'কান্দাহার' মনে হয়। ইতিপূর্বে তোমরা একাকি কাঁদতে!আর আজ ফ্রান্স সহ সকল ইউরোপীয় ক্রুসেডাদের কান্নার রোল শুনা যাচ্ছে!!! এটা কেন?! এই জন্য যে, ইহা আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীন। এই দীনের হেফাজতের ওয়াদা আল্লাহ তা'য়ালা করেছেন। এই জন্য যুদ্ধরত জিহাদী কাফেলার টিকে থাকার ওয়াদা আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে দিয়েছেন।

كم يجعل الكفر من الانسان سفيهاً واحمقا !! ياحمقاء! قد حملتم على عاتقكم مسؤولية انهاء الموحّدين والمجاهدين؟ تريدون انهاء هذه العبادات من ارض الله والذي هو خلقكم وهو المالك ايضاً؟! عندما ينتهي الذين -الموحّدين والمجاهدين والفدائين، فسيكون ذلك اليوم ..... يوم القيامة! سيظل هؤلاء المجاهدين يضحّون لله- باقيين إلى يوم القيامة وبذلك وعدنا ربّنا جلّ علاه، قد قتلتم -فاروقاً واحداً- وسترون كم فاروقاً يأتي مكانه، قد اشعلتم الآلاف منالشباب على دماء "قاري عمران" يعدّون العدة للخروج إلى ميدان الحرب ان شاءالله. قدر ماتسعون لاخماد هذه الحرب؛ فهي ستشتعل اكثر واكثر، وستقتلون ويُقتل بلهيبها عبيدكم.

কুফর কত মানুষকে নির্বোধ ও গর্ধভ বানিয়ে দিয়েছে!! হে গর্ধভেরা !...তোমারা তাওহীদবাদীকে, মুজাহিদগণকে নিঃশেষ করা নিজেদের কাঁধের দায়িত্ব মনে করে থাক? তোমরা কি সেই আল্লাহ তা'য়ালার জমিন থেকে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত মুক্ত করতে চাও, যিনি তোমাদের খালিক ও মালিক?! যেদিন কালেমায়ে তাওহীদ বলনে ওয়ালা কাউকে পাওয়া যাবে না, আল্লাহ তা'য়ালার দীনের দিকে আহবান করার এবং উহার জন্য কোরবানী দেওয়ার কোন মুজাহিদ থাকবেনা সেদিন কিয়ামতের দিন হবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালার জন্য কোরবানী দেওয়ার মত মুজাহিদ অবশিষ্ট থাকার ওয়াদা আমাদের রব করেছেন। এক ফারুককে তোমরা শহীদ করেছো, দেখে নিও অগনিত ফারুক ময়দানে নেমে পড়বে ইনশাআল্লাহ। এক কারী ইমরানের রক্ত হাজারো যুবকদেরকে তোমাদের জালানো যুদ্ধের আগুনে ঠেলে দিতে প্রস্তুত করবে। ইনশাআল্লাহ যতই তোমরা এই যুদ্ধকে থামাতে চাইবে ততই ইহা আরো জ্বলে উঠবে, আর উহার স্ফুলিঙ্গ তোমাদেরকে এবং তোমাদের গোলামদেরকে ছাইয়ে পরিনত করবে। কেননা ইহা ইসলাম ও কুফরের যুদ্ধ। হক ও বাতিলের যুদ্ধ। বাতিল তো শেষ হওয়ার জন্যই। إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا *"নিশ্চয়ই বাতিল বিতারিত হওয়ারই বস্তু"*।

আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের জন্য শুভ পরিণতি লিখে রেখেছেন।

আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত বলেনঃ-

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"মুসা(আঃ) তার কওমকে বললেন তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সাহায্য চাও এবং ছবর কর। নিশ্চয় জমিন আল্লাহ তা'য়ালার, তিনি তার বান্দার মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে উহার উত্তরাধিকার বানিয়ে দেন। আর শুভ পরিনতি মুত্তাকিনদের জন্যে"।(সূরা আ'রাফ-১২৮)

. ادعوا الله أن يجعلنا ممن يضحّون لهذا الدين، وأن لا يحرمنا من الشهادة -الموت الذي نحبّه- وأن يجمعنا مع -النبي صلى الله عليه وسلم- واخواننا الشهداء تحت ظلّ عرشه يوم لاظلّ إلا ظل عرشه.. آمين يارب العالمين .

সৌভাগ্যবান ঐসকল লোক যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হতে পেরেছে। এবং আল্লাহ তা'য়ালার সৈনিকদের মধ্যে নিজের নাম লিখে নিয়েছে। উম্মতের ঐসকল মা, বোন,কন্যাদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলব! যারা এই দীনের জন্য কোরবান করতে নিজেদের প্রিয় কলিজার টুকরা, নিজেদের ভাই, নিজেদের স্বামীকে পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের শহীদদেরকে কবুল করে নিন। ঐসকল শহীদদের রক্ত আমাদের পথের আলো বানিয়ে দিন। আমাদের এই পবিত্র রক্তের বরকতে পাকিস্তানবাসীর অন্তরে দীনের মহব্বত বাড়িয়ে দিন। এই দীনের জন্য মৃত্যুবরন করা,নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মহব্বত বৃদ্ধি করে দিন। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করি, আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকেও দীনের জন্য কোরবান হওয়া লোকদের মধ্যে শামিল করে নিন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে(আমাদের প্রিয় মৃত্যুকে) শাহাদাতের মৃত্যু থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমাদেরকে আমাদের প্রিয় শহীদ ভাইদের সাথে, প্রিয় রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সঙ্গে আপনার আরশের ছায়ার নিচে একত্রিত করুন,যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না।

আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন।

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمدٍ وآله وصحبه اجمعين

ওয়া ছাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া ছহবিহি আজমায়িন॥

========================